বর্তমানে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখায় ই-লার্নিং এর ভূমিকা বিষয়ক ২৫০ শব্দের একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

উত্তরঃ
তারিখ : ১০ জুন, ২০২১
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
'ক' উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
বিষয় : বর্তমানে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখায় ই-লার্নিং এর ভূমিকা সম্পর্কিত প্রতিবেদন।
সূত্র/স্মারক নং : ঢা.উ.বি.২০২১-৬ তারিখ: ১০ জুন, ২০২১।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার আদেশ নং ঢা.উ.বি.২০২১-৬ তারিখ : ১০ জুন ২০২১ অনুসারে "বর্তমানে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখায় ই-লার্নিং এর ভূমিকা" শীর্ষক প্রতিবেদনটি নিম্নে পেশ করছি।

Shihabuddin Hridoy

"বর্তমানে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখায় ই-লার্নিং এর ভূমিকা"

2

ভূমিকাঃ

বিশ্বায়নের এই যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝা যায় বিশ্ব কতটা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। আমরা প্রতি মুহূর্ত তথ্য আদান প্রদান করি এবং যোগাযোগের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করি। যোগাযোগের প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে পুরো পৃথিবী মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে দারুনভাবে। আমরা পরিচিতি হয়েছি ই-লার্নিং এর সাথে। ই-লার্নিং এর ফলে আমরা কোভিড -১৯ এর ভয়াবহতার মধ্যেও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।

কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম প্রসঙ্গেঃ

3

কোভিড-১৯ যখন সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন বহু মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে তখন আমাদের সরকার আমাদের শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে আমাদের সুরক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ঘোষনা করে। যা ছিল সময়উপযোগী সিদ্ধান্ত। এর ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা কোভিডের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এর ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনোর কিছু ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি পূরনের লক্ষ্যে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকেই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর এ সকল উদ্যোগের মুলে রয়েছে ই- লার্নিং।

বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে ই-লার্নিং এর ভূমিকাঃ
কোভিড-১৯ এর কারণে যখন শিক্ষা কার্যক্রমের স্বাভাবিক ধরণ বন্ধ হয়ে গেল তখন আমরা ই-লার্নিং এর উপর পুরোপুরি নির্ভলশীল হয়ে পড়ি। প্রথমে ই-লার্নিং সম্পর্কে একটু ধারনা নেয়া যাক। ই-লার্নিং হল ইলেকট্রনিক লার্নিং। এটা বলতে আমরা পাঠদানের জন্য সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যাক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেলের ব্যবহার করাকে বুঝি। এ তত্ত্বের আলোকে আমরা দেখি কোভিড-১৯ এর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমার কিভাবে পাঠদান চালিয়ে রেখেছি। কোভিড-১৯ এর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হল তখন। সরকার পাঠদান চালু রাখতে সংসদ টিভি চ্যানেলে পাঠদান কার্যক্রম চালু করে এত করে অনেক শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার সুযোগ পায়। পরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্কুল নিজস্ব উদ্যোগে ও সরকারের নানা সহযোগিতায় অনলাইন লাইভ ক্লাস চালু করে। এত করে আরোও অনেক শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার সুযোগ পায়।

4

এ কার্যক্রম চালাতে অনেকে জুম, গুগল ক্লাসরুম, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদির সহায়তা নিয়েছেন। যা ই-লার্নিং এর আওতায় পরে। এরপর অনেকে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পড়াশুনা ভিডিও রেকর্ড করে ইউটিউবে আপলোড করে সেখান থেকেও অনেক শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশুনা চালিয়ে নিতে পেরেছে। এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় কোভিড-১৯ এর কারণে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে ই-লার্নিং এর ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। এ যাত্রায় ই-লার্নিং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন রক্ষায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ই-লার্নিং সনাতন শিক্ষার বিকল্প নয় বরং সহযোগী। তাই ই-লার্নিং এর উপর নির্ভরশীল না হয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথেই আমদের বিদ্যালয় খুলে দিয়ে স্বাভাবিক পড়াশুনা শুরু কতে হবে।

5

6

আমার বিদ্যালয়ে ই-লার্নিংঃ

কোভিড-১৯ এর কারণে স্কুল বন্ধ হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের স্কুলে অনলাইন ক্লাস চালু হয়। শিক্ষকগণ গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে আমাদের নিয়মিত পাঠদান করেছেন। ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলে আমাদের শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপভুক্ত করে সেখানে নিয়মতি রুটিন অনুযায়ী পাঠদানের সকল প্রয়োজনীয় বিষয় দিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই আমরা পড়াশুনার সাথে সম্পৃক্ত থেকেছি।

7

ই-লার্নিং এর সুফলঃ

কোভিড-১৯ এর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ই-লার্নিং শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় দারুন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। এর নানাবিদ সুফল শিক্ষার্থীদের অগ্রযাত্রায় ব্যাপক ভুমিকা রেখেছে। ই-লার্নিং একদিকে যেমন বিদ্যালয় বন্ধ থাকার পরেও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারনে শিক্ষার্থীরা নানা খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ত সেখান থেকে রক্ষা করেছে। অনেকেই ই-লার্নিং না থাকলে অবসাধ, দুশ্চিন্তা ও হতাশায় পতিত হত। ই-লার্নিং সবাইকে পাঠদানের সাথে সম্পৃক্ত রেখে শিক্ষার্থীদেও নানাভাবে সহায়তা করেছে।

৪

উপসংহারঃ

ই-লার্নিং এর এত সুফল থাকার কারণে এটা সকলের পাওয়া উচিত। কিন্তু ই-লার্নিং এর জন্য কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপযুক্ত ডিভাইস, নেট সরবরাহ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা ই-লার্নিং এর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তাই শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত ডিভাইস, নেট সরবরাহ সহজলভ্য করতে হবে ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ক্ষতিকর সাইডগুলো বন্ধ করতে হবে। এসকল নিশ্চিত করতে পারলে আগামীদিনের শিক্ষাক্ষেত্রে ই-লার্নিং অনেক সুফল বয়ে আনবে।